KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৩৪ নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য
Title সমস্ত	Size 5.5" x 8.5" 13.97 x 21.59 c.m.
Vol & Number : ১/১ ১/৩ 2/১-2	Year of Publication পৌষ, ১২৭৫ ফাল্গুন, ১২৭৫ পৌষ-মাঘ, ১২৭৬
	Condition : Brittle Good (✓ Good)
Editor : চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় খণ্ড। ফাল্গুন—১২৯৫।

মালঞ্চ।

মাসিক পত্র।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

সূচী।

১। অদৃষ্ট (উপন্যাস)—শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১৭
২। সাধের আসন—
মাধুরী (পদ্য)—শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ... ১৩০
৩। সর্ কোমার পেথেরাম ১৩৬
৪। মালিনী ১৪৬
৫। তৃণগুচ্ছ ১৫

কলিকাতা
৩৪নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা,
নবজীবন যন্ত্রে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

নববিভাকর সাধারণী।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(সাপ্তাহিক পত্র।)

বঙ্গের দুইখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রের একযোগে "নববিভাকরসাধারণী" নামে প্রকাশিত হইতেছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, ব্যঙ্গ, রহস্য প্রভৃতি সকল প্রকার রচনা ইহাতে প্রকাশ হয়। সাহিত্যক্ষেত্রের অনেক চিন্তাশীল বিচক্ষণ লেখক ইহাতে লিখিয়া থাকেন। খুব উৎকৃষ্ট কাগজে অতি পরিষ্কার পরিপাটী ছাপা। এরূপ আকারের বাঙ্গালা সংবাদপত্র "নববিভাকরসাধারণী" একমাত্র প্রকাশিত হয়। ইহার [illegible]ক মূল্য ১০৲ টাকা—অসমর্থপক্ষে ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল [illegible]ম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত ক[illegible]ন-অর্ডার, টাকা-কড়ি প্রভৃতি নিম্নঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষর[illegible] পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অদৃষ্ট।

সপ্তম অধ্যায়।

আমার চাকুরী।

পূর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে আমার যে চাকরী হইবার কথা উল্লেখ করা
হইয়াছিল, তাহা অবশ্য দাদার বাটীতে যাইবার দুই এক দিবস পরেই হয়
নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। চাকরী হইলে দাদার নিকট
আসিয়া সংবাদ দিলাম। শুনিয়া দাদা কিছু কহিলেন না। ভাব-ভঙ্গী
দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না ; বলিলেন, "তোমার
এ কর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত কি না, কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিব।"
দাদার ওকালতীতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন ছিল। আমি তাঁহার সহোদর ভাই ;
দেশে বিসম্বাদ যাহাই করি, চাকুরী-স্থলে তাহা লোকে জানিবে কেন ? আমি
চারি টাকা বেতনের কার্য্য গ্রহণ করিলে লোকে অবশ্যই, স্পষ্ট বুঝিতে
পারুক আর না পারুক, উভয়ে যে সম্পূর্ণ সদ্ভাব নাই—তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ
করিবে, তাহার আর ভুল নাই। একথা আমি,—দাদা কাছারি হইতে ফিরিয়া
আসিয়া বৌয়ের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল,—তাহাতেই টের পাই-
লাম। বৌ আমার চাকরীর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ; বলিলেন, "নিজের
জলখাবারও ত নিজে কিনিয়া খাইতে পারিবে। একখানা ডাকের চিঠি
লিখিতে হইলে আজ কাল যে দুটা পয়সা চায়, তাহা ত আর চাহিতে
হবে না।" দাদা উত্তর করিলেন, "যেখানে এত টাকা যাইতেছে, সেখানে
চারি টাকায় আর আমার বিশেষ উপকার কি হইবে ? কালে ভদ্রে একখানা
টিকিট ও প্রত্যহ একটু জলখাবার দিলে আমার আর বিশেষ কি লোক-
সান হইবে ? কত টাকা কতদিকে যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই ; আর এই
চারি টাকা বাঁচাইলে আমি কি একবারে বড় মানুষ হইয়া যাই ? বিশেষ,
কম্পাউণ্ডারী চাকরী বিশেষ মান্যের চাকরী নহে।" বউ শুনিয়া মুখ ভার
করিলেন ; বলিলেন, "আগেও ত উ'ই কর্‌তেন ; এখন কল্লেই কি এত
অপমান হবে ?"

দাদা। সে যখন করিত, তখন ত আর আমার নিকটে ছিল না? দূরে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক না কেন। আমার কাছে থাকিয়া ওরূপ চাকরী করিলে আমারই অপমান। ওর কি?

বউ। তুমিও ত দু টাকার চার টাকার মোকর্দ্দমা নিয়ে থাক, তখন তোমার অপমান বোধ হয় না?

দাদা। তুমি কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। আমি দুটাকা চার টাকার মোকর্দ্দমা যে মাসের মধ্যে একটাই পেয়ে থাকি এবং তাতেই সংসার চালাই, তাত নয়। আমার তিল কুড়িয়ে তাল হয়। এই চারি টাকার মোকর্দ্দমা দুই চারটা রোজ পাই। ওর তো আর তা হবে না? ওর যে চার টাকা ভিন্ন মাসে আর চার পয়সাও জুট্‌বে না!

বউ আরও মুখ ভার করিয়া কহিলেন, "তবে তোমার যা খুসি তাই কর। এ ত আর আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নয় যে, তুমি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে!" এই বলিতে বলিতে বৌয়ের চক্ষের পক্ষ্মাগ্রে দুই এক বিন্দু জল দেখা দিল। তখন ঝি যাহা বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিলেন এবং গত কলহ অধিক দিন পূর্ব্বে ত হয় নাই, তাহাও স্মরণ হইল। এই উভয় কারণে বৌয়ের কথায় দাদাকে অনুমোদন করিতে হইল।

সন্ধ্যার পর দাদা বহির্ব্বাটী আসিলেন; দেখিলেন, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ কেহই এ তক আইসে নাই। তখন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম তোমার এ কায গ্রহণ করাই উচিত। প্রথমতঃ, তুমি এক প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ, দুবেলা ডাক্তারখানা যাওয়া-আসায় যে চলিতে হইবে, তাহাতে তোমার অনেক উপকার হইবে। তৃতীয়তঃ, যে দু চার টাকা পাইবে, তাহাতে অন্ততঃ তোমার জলখাবারটা চলিতে পারিবে। কিন্তু যদি তুমি প্রতিশ্রুত হইয়া না আসিতে, তাহা হইলে আমি কখনই এ কার্য্য তোমাকে করিতে দিতাম না।"

দাদা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু অদ্য আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, এই জন্য আর কেহই অদ্য দাদার বাসায় আসিল না। দাদা ক্ষণকাল চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনভ্যাসবশতই হউক, অথবা পুস্তক ভাল লাগিল না—সেই কারণেই হউক, তিনি বইখানি বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া

গেলেন। বউ জিজ্ঞাসিলেন, "পূর্ব্বে ত তুমি তোমার ভেয়ের নামও করিতে না; আজকাল ভেয়ের উপর অত টান হইল কেন?"

দাদা বলিলেন, "যে অবধি বাবার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই অবধি আমার উহার উপর অত্যন্ত স্নেহ হইয়াছে। ও নিজে আমার নিকট কোন সাহায্য পায় নাই; তথাপি বিবেচনাপূর্ব্বক দুইটী যোড়শ করিয়াছিল। তাহার কারণ,—ও মনে করিয়াছিল যে, ও নিজে একটী উৎসর্গ করিবে আর আমি একটী করিব। আমি যে সে সময় বাটী যাইব, তাহা আমিও জানাই নাই, সেও মনে করে নাই। পরে যখন আমি বাটী পৌঁছিলাম এবং দুইটাই নিজে উৎসর্গ করিতে চাহিলাম, তখন কোনরূপ আপত্তি করে নাই। এমন অবস্থায় ওকে ভালবাসা আপনিই আইসে।"

বউ। "সাধু! সাধু! তোমার পেটে যে এত ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তাহা আমি এতদিন টের পাই নাই। যখন আমার আত্মীয় একটী এসেছিল তখন এ জ্ঞান হয় নি কেন, বুঝ্‌তে পারি না। লোকে বলে—বিবাহ হইলে স্ত্রীপুরুষে একত্র হইয়া যায়। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে সেটা ঘটিল না।" এই বলিয়া একটু বিকট হাস্য করিলেন।

দাদা টের পাইলেন বৌয়ের সে হাসি মনোমত হাসি নয়। সুতরাং আর কোন কথা না কহিয়া আহারের দ্রব্যাদি আনিতে বলিলেন। পরে আহার করিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আমার উন্নতি।

আমার চাকরী হইল।

রামহরি দুই মাসের ছুটী লইয়াছিলেন। কিন্তু দেড় মাস না হইতে হইতেই হঠাৎ সর্পাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতে আমার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। কারণ, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার চাকরী আমারি পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই সময়ে

দৈবযোগে ডাক্তার সাহেব নিজে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পীড়া এরূপ কঠিন হইয়াছিল যে, দেড় মাস তিনি শয্যাগত ছিলেন। ইহার মধ্যে এক মাস অতিবাহিত হইলে আমাদিগের বেতনের বিল প্রস্তুত হইল। বলা বাহুল্য, আমাদের বেতনের বিল ডাক্তার সাহেব পাশ করিতেন না। হাঁসপাতালের যিনি ডাক্তার ছিলেন, তিনিই দস্তখত করিয়া দিতেন। আমার নামে নিয়মিত ৯৲ টাকা হারে বিল হইল। আমি টাকা পাইয়া তাহার পাঁচটী লইয়া রামহরিবাবুর বাটীতে গেলাম। গিয়া টাকা কয়েকটী দিলাম। রামহরির মাতা বা তাঁহার স্ত্রী আমাকে কখন দেখেন নাই। আমি তাঁহার বাটী যাইবার সময় ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিলাম যে, এ পাঁচ টাকা কোন মতেই তাঁহাদিগের প্রাপ্য নহে, সুতরাং এ টাকা পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তাঁহারা এরূপ বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া বোধ হইল—আমিই কোনরূপ কালসর্পের বেশ ধারণ করিয়া যেন রামহরিকে দংশন করিয়াছিলাম! এরূপ কথা কাহারও শুনিতে অবশ্য ভাল লাগে না। সুতরাং আমারও ভাল লাগিল না। আমি যতই সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম, ততই তাঁহাদিগের রোদন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এবং ততই আমার উপর অধিকতর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি আর তথায় থাকা নিষ্ফল মনে করিয়া বাটীতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পর কতক্ষণ রোদন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের বাটী রামহরিবাবুর বাটীর নিকটেই ছিল। পর দিবস প্রাতে তিনি কহিলেন, সেই আমিও চলিয়া আসিলাম, তাঁহাদিগেরও রোদন বন্ধ হইল। ডাক্তার সাহেব পাঁচ সাত দিন পরেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া নিজের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার কিছু দিন পরে এক দিবস প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপ ডাক্তারখানায় আসিলে কম্পাউণ্ডার তাঁহাকে রামহরিবাবুর মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া কহিলেন যে, প্রথম কম্পাউণ্ডারের পদ তাঁহারই পাওয়া উচিত। উভয়ের বেতনে ২৲ টাকা প্রভেদ ছিল, অর্থাৎ তিনি সাত টাকা পাইতেন ও প্রথম কম্পাউণ্ডার রামহরিবাবু নয় টাকা পাইতেন। ডাক্তার সাহেব এ কথা শুনিয়া দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের আবেদন সঙ্গত মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রথম কম্পাউণ্ডারের পদে অভিষিক্ত করিলেন। আমি তদবধি থাকা দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের পদে নিযুক্ত হইলাম।

দাদাকে আসিয়া এই সংবাদ দেওয়ায় তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু বৌ-ঠাকুরুণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, তবে এখন অবধি আর আমাকে থাওয়াইতে পরাইতে হইবে না। আর আমার দাদার বাসায় থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আমি যে টাকা পাইব, তাহাতে অনায়াসেই নিজে বাসা করিয়া নিজের খরচ চালাইতে পারিব। দাদা পূর্ব্বেকার ঘটনা মনে করিয়া ইহাতে আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না। কিন্তু নিজমুখে আমাকে বাসা করিতেও বলিতে পারিলেন না। বৌ তাঁহার ভাবগতিক বুঝিয়া দাসীকে দিয়া আমাকে দোসরা বাসা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। দাদা অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, "যদু আমাদিগের বাসায় থাকায় আমাদিগের অনেক উপকার ছিল। ঔষধাদি একেবারে কিনিতে হইত না এবং ডাক্তারবাবুও বিনা পয়সায় ছোট-খাট রোগ দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু যদু এ বাসা হইতে গেলে সে সমস্ত সুবিধা আর থাকিবে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৌ ঠাকুরুণ অভ্যাস-সুলভ রাগত-স্বরে কহিলেন, "এতকাল তোমার ভাই ছিল না, তাতে ত তুমি দেউলে হয়ে পড় নি; আজ কাল তোমার ভাই এসেছে বলেও কিছু বড় মানুষ হওনি! তবে আমার সহিত পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রবঞ্চনা করিবার দরকার কি? আমি ত বারবার বলিয়া আসিতেছি, যদি তোমার ভাইকে এত বড় আত্মীয় মনে কর, তবে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তোমরা দুজনে একত্রে থাক! তুমি এ দুয়ের কিছুই কর্‌বে না; তবে আর কেমন করে গৃহস্থের মঙ্গল হবে বল?"

অবিলম্বে দাদার দিব্যজ্ঞান জন্মিল এবং আমাকে দোসরা বাসা করিতে আদেশ দিলেন।

নবম অধ্যায়।

আমার বিবাহ।

দাদার আজ্ঞামত আমি বাসা করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমায় সাত টাকার উপর নির্ভর করিতে হইল না। দরিদ্র প্রতিবাসিবর্গ পীড়িত হইলে আমাকেই ডাকিয়া লইয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে ডাক্তারখানায়

যাইতে কহিতাম। কিন্তু ডাক্তারখানার উপর তাহাদিগের এরূপ বিদ্বেষ ছিল যে, তাহারা কেহই তথায় যাইতে স্বীকার করিত না। যে সকল পীড়া আমাকে দেখিতে হইত, তাহার অধিকাংশই পালা-জ্বর। দুই চারি আনার ঔষধ দিলেই আরাম হইয়া যাইত এবং আমাকে অবস্থানুসারে কেহ এক টাকা, কেহ পাঁচ সিকা, কেহ বা দুই টাকা দিত। ইহাতে আমি প্রায় মাসে গড়ে পোনের টাকা পাইতাম। আমার আহারাদি অতি অল্পব্যয়েই সমাধা হইত। এসময়ে আমার পূর্ব্বের মত ভীমসেনের আহার ছিল না। যতই শরীর সবল হইয়া আসিতে লাগিল, ততই আহার কম পড়িয়া গেল। সুতরাং অন্যান্য খরচ বাদেও আমি ক্রমে মাসে পোনের টাকা জমাইতে পারিতাম। এই পোনের টাকা আমি প্রতিমাসে বাটীতে মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতাম। বাটীর খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছলরূপে চলিতে লাগিল। যে বাড়ী-ঘর গর-মেরামত ছিল, সেগুলি মেরামত করা হইল। যে দুই এক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী পিতার শ্রাদ্ধের সময় বন্দকী দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছাড়াইয়া লইলাম। যেগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল তাহা ত আর ফিরিয়া পাইবার যো ছিল না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কয়েক বিঘা নাথেরাজ জমী খরিদ করিলাম। এই সকলের আয় একত্র করিয়া,—আমার পিতার যেরূপ আয় ছিল, তাহা অপেক্ষাও—আমার বর্ত্তমান আয় বেশী দাঁড়াইয়া গেল। প্রতিবেশিবর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগকে বেশী খাতির করিতে লাগিল এবং বাজারেও জিনিস-পত্র ধারে পাওয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে বৎসর দুই যায়, এমন সময় আমার ভগ্নীর সপত্নীর কাল হইল। তখন আমার ভগ্নিপতি আমার ভগ্নীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি যে আমার ভগ্নীকে ভাল বাসিতেন না, এমত নহে। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর ভয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিতেন না। এখন আর সে ভয় না থাকায় তিনি আমার ভগ্নীকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন এবং আমার মাতাও তাহাতে আপত্তি করিলেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন যে, আমি একবার বাটীতে না গেলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বেই মাতা আমাকে বাটী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া পাঠান; কিন্তু আমি একজন 'একটিং' না পাওয়ায় এতকাল তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি নাই। অদৃষ্টক্রমে আমার কার্য্যে একটিনী করিতে পারে, হঠাৎ এমন লোক একজন জুটিয়া গেল। আমি ডাক্তার-সাহেবকে

বলিয়া কহিয়া তাহাকেই আমার কার্য্যভার দিয়া দুই মাসের বিদায় লইয়া বাটী-গমন করিলাম। আমারও বাটীতে যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কারণ, পিতার মৃত্যুর পর যে অবধি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই অবধি আর পুনরায় বাড়ী যাই নাই। যাইবার সময় আমার ভগ্নীর সহিত পাঠাইবার উপযোগী দ্রব্যাদি কিছু কিছু লইয়া গেলাম। বাটী পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমার ভগ্নিপতি স্বয়ং আমার ভগ্নীকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি আমার আগমন-প্রতীক্ষায় পাঁচ সাত দিবস আমাদিগের বাটী বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং দিন ভাল থাকায় পর দিবসেই চলিয়া গেলেন।

আমার ভগ্নী ও দুটী ভাগিনেয় বাটী হইতে যাওয়ায় আমাদিগের খরচ আরও কম পড়িল ও সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সচ্ছল হইয়া উঠিল। লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে ওমুকের আর খরচ কি? কেবল দুই স্ত্রী-পুরুষে খায় ও একটী ছেলে। কিন্তু একটী ছেলে প্রতিপালন করিতে কত ব্যয়, তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখে না। আমাদিগের ন্যায় লোক দু আনা ব্যয় করিলে অনায়াসে এক দিবস আহার চালাইতে পারে; কিন্তু একটী ছেলে অন্ততঃ দুই সের দুগ্ধ খায়। সে দুই সেরের মূল্য চারি আনা, তাহার আর ভুল নাই। আমি কোন বিষয় গোপন করিতে চাহি না, সেই জন্য এ কথা লিখিলাম। বড় মানুষে বোধ হয় এ কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার ন্যায় গরিব লোক সকলেই স্বীকার করিবে যে, একজন বয়স্ক লোক অপেক্ষা একটী ছোট ছেলেকে খাইতে দেওয়া অধিক ব্যয়সাপেক্ষ।

আমার ভগ্নী চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমার মাতার কষ্ট সর্ব্ববিষয়ে এক্ষণে বৃদ্ধি হইল। গার্হস্থ্য কার্য্য সকলই তাঁহাকে করিতে হইতে লাগিল। এ সমস্ত পূর্ব্বে আমার ভগ্নীই করিতেন। কিন্তু আমার ভগ্নী এক্ষণে না থাকায় মাতা আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি যৎপরোনাস্তি ভাবনায় পড়িলাম। যদি বিবাহ করি, তাহা হইলে প্রথমেই অন্ততঃ পাঁচ সাত টাকা ব্যয়। আমরা বংশজ; সুতরাং আমাদিগের বিবাহের পণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যদি না করি, তাহা হইলে কেবল মাতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন হয় এরূপ নহে, গার্হস্থ্য কার্য্যের সকল কষ্টও তাঁহাকে দেওয়া হয়। মাতা একে বৃদ্ধা তাহাতে শোকে তাপে জর্জ্জরিতা। আমি বিবাহ করিলে যে

তাঁহার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে, তাহার আর ভুল ছিল না। সুতরাং আমার কেবল মাত্র টাকার আপত্তি। পাঠক বোধ হয় জানেন না আমাদিগের দেশে বংশজের বিবাহে কন্যার কত পণ দিতে হয়। 'পণ' বলাটা সভ্য কথা। বস্তুতঃ 'মূল্য' বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয়। আমাদিগের গ্রামের পূর্ব্বে একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম শিবপুর। একটী ক্ষুদ্র নদী ব্যবধান না থাকিলে এপাড়া ওপাড়া বলা যাইত। উক্ত শিবপুরে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একাদিক্রমে নয়টী কন্যাসন্তান হয়। তাহার কোনটীই ৫০০ শত টাকার কমে বিক্রয় হয় নাই। দুই এক বার হাজার টাকায়ও হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। কন্যাগুলির গুণের মধ্যে এই যে, সকলেই সুন্দরী। তাঁহাদিগের বাটীতে পুত্র-সন্তান জন্মিলে যেন কেহ মরিয়াছে, এইরূপ কাঁদাকাটা পড়িয়া যাইত। একবার একটী রুগ্না কন্যা একটী কুলীনের সন্তানকে দান করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, সে কন্যার মূল্য তিনি যত প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেরূপ কেহই দিতে স্বীকার হয় নাই। বিবাহের পনের দিবস পরেই কন্যাটীর কাল হয়। তদবধি আর সে ঘরের কন্যা 'দান' করা হয় নাই। "আমাদের কুলক্রিয়া সয় না!"—বলিয়াই অপর সমস্তগুলিকেই বিক্রয় করিলেন। এরূপ কশাইয়ের ব্যবসা এদেশে আর কতকাল প্রচলিত থাকিবে বলা যায় না!

ঐ শিবপুর গ্রামে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় তাঁহার কিঞ্চিৎ ভূমিসম্পত্তি ছিল, তাহার আয় ৪০ টাকার অধিক হইবে না। কিন্তু যে কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত। কেহ একদিন কতকগুলি তরকারি দিল, কেহ দু সের দুগ্ধ দিল, কেহ বা একটী বড় মৎস্য দিল, এইরূপ প্রায়ই কেহ না কেহ কিছু দিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঘর কয়েক যজমান ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতেও তাঁহার কিছু না কিছু সাহায্য হইত। কখন কখন চাল, ডাল ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য এবং কালে ভদ্রে দক্ষিণাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নগদ অর্থও পাইতেন। সে সময়ে দ্রব্যাদি পল্লিগ্রামে বিশেষ মহার্ঘ না থাকায় ইহাতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিলক্ষণ সংসার নির্ব্বাহ হইত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুটী কন্যা ছিল; বড়টীর নাম মহামায়া ও ছোটটীর নাম জয়দুর্গা। মেয়ে দুটীকে দেখিলে সকলেরি তাহাদিগের উপর

স্নেহ হইত। বড়টী ছোটটীর অপেক্ষা একটু বর্ণে পরিষ্কার। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কোনও তফাৎ ছিল না; বোধ হইত, যেন কোন প্রতিমা-নির্ম্মাতা এক ছাঁচে উভয়ের মুখ তুলিয়া লইয়া একটু পৃথক্ পৃথক্ রং দিয়াছে।

এই দুইটী কন্যা ভিন্ন ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের আর কোন সন্তানাদি ছিল না। কিন্তু এই দুটী কন্যা লইয়াই ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী চিরসুখে কালাতিপাত করিতেন। অপর লোকের মধ্যে মেনকানাম্নী একটী পরিচারিকা ছিল। মেনকার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদি কেহই ছিল না। ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া আপনার বাটীতে আনিয়া স্থান দান করেন এবং তদবধি সে তাঁহার বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করে। এক্ষণে সে অর্দ্ধবয়স্কা। তাহাকে আহার ও বস্ত্র দিতে হয়; তাহাতেই সে সমস্ত সাংসারিক কায করে, এবং বাটীর একজন পরিবারের ন্যায় থাকে। সে জাতিতে কায়স্থ—বায়াত্তুরে কায়স্থ; কিন্তু তথাপি তাহাকে কেহ কোন অযত্ন করিত না। বাল্যকাল অবধি সংসারে থাকায় সে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কন্যার ন্যায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ যখন যে দ্রব্য ঘরে আসিত, মহামায়া ও জয়দুর্গা যেমন পাইতেন, সেও সেইরূপ তাহার নিজের অংশ পাইত।

মেনকার গুণে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাটী এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত যে, সে গ্রামে আর কাহারও বাটী সেরূপ থাকিত না। নিজের বাটী অপরিষ্কার দেখিলে সকলেই বলিত, "দেখ দেখি, পঞ্চানন দাদার বাড়ী কেমন থাকে? আর আমাদের বাড়ী এমন কেন?" পঞ্চাননকে গ্রামের সকলেই প্রায় 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিত।

ক্রমে বড় কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ-দেশে-সে-দেশে পাত্র-অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু মনোমত একটীও পাইলেন না। আমার সে সময় অবস্থা একটু উন্নত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি বঙ্কিমবাবুর একখানি উপন্যাস পড়িতেছি, এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাক খাইতেন না, তাহা আমি জানিতাম না। তামাক সাজা হইলে তিনি আমাকে খাইতে বলিলেন।

আমি অবশ্যই তাঁহার সম্মুখে তামাক খাইলাম না। এ-ও-সে কথা-বার্ত্তার পর তিনি আমার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি কহিলাম, "মাতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কোন কথা বলিতে পারি না।" তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,"তবে এক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" এই বলিয়াই পৈতা দিয়া তিনি আমার হস্ত ধরিলেন, এবং বলিলেন, "এ বিপদ হইতে তুমি উদ্ধার না করিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি শৈশবকাল হইতেই যৎপরোনাস্তি ভক্তি করিতাম। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তাঁহার সহিত আমার পিতার অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। ভাবিলাম,মাতা এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে আমি আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। সৌভাগ্যক্রমে মাতা এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

বিবাহের দিবসের ন্যায় সুখের দিবস বোধ হয় আমার ন্যায় অবস্থার লোকের আর নাই। মাতার সম্মতিক্রমে আমার সেই সুখের দিন উপস্থিত হইল। আমি কখন পাল্কীর বহির্ভাগ ভিন্ন তাহার অভ্যন্তর দেখি নাই। অদ্য আমাকে নববস্ত্র পরিধান করিয়া সেই পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যাইতে হইবে! আমি মাতাকে বিস্তর বলিলাম যে, আমি পায়ে হাঁটিয়া গিয়া বিবাহ করিব। মাতা প্রথমতঃ আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন, আমি সত্য সত্যই চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি, তখন মুখ ভারী করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখনও পাল্কীর বন্দোবস্ত না দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ শুভ দিবসে মাতার রোদন দেখিয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাতা যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ কার্য্য আমি কখনই করিব না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সুতরাং আমার মনোগত ইচ্ছা মাতার আজ্ঞার উপর কিরূপে বলবতী হইবে? আমি একখানি পাল্কী ও চারিজন বেহারা আনয়ন করিলাম। বিবাহের দিন সুখের দিন বলিয়াছি; কিন্তু আমার পক্ষে এই দিবসে আমার চিরদুঃখের সূত্রপাত হইল। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার এ জীবনী পড়িবেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহাদের অভিভাবক আছে, ও যাহারা নিজের দেহ না খাটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, যাহাদের সংসারের কষ্টভোগ কিছুই না করিতে হইয়াছে,—তাহাদের পক্ষে অবশ্যই বিবাহের দিবস সুখের দিবস। কিন্তু আমার ন্যায় লোকের পক্ষে নয়। আমাদিগের দেশে বালক বালিকা উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহটী যে কি গুরুতর কার্য্য তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। নূতন কাপড় অথবা চেলি পরিধান করিয়া পাল্কীতে চড়িলেই মনে মনে মহাসুখী হয়। কিন্তু আমার পক্ষে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিবাহ করিলে আপাততঃ একজন লোক বৃদ্ধি হইবে, পরে আরও বৃদ্ধি হইতেই যাইবে। ইহাদিগের ভরণপোষণ কি প্রকারে চলিবে, এই এক ভাবনা। আগামী কল্য 'বৌ-ভাত,' ভাল করিয়া বলিতে গেলে—'পাকস্পর্শ'। অনেকে বোধ হয় পাড়াগাঁয়ে যাহাকে বৌ-ভাত অথবা পাকস্পর্শ বলে, তাহার অর্থ জানেন না। পাক-স্পর্শ এই—যাহাকে বিবাহ করিয়া আনা যায়, সে সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি স্পর্শ করিয়া দেয়, সেই অন্নব্যঞ্জন সকলেই আহার করিলে বধূ জাতিতে উঠিলেন, নচেৎ না। এইজন্য এ কার্য্যে আত্মীয় স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে হয়। তাহাতে ব্যয়ও কম নহে। এ সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে কিরূপ সুখের উদয় হইতেছিল, পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তাই থাকুক আর যাহাই থাকুক, উপস্থিত কার্য্য ত করিতেই হইবে। অতএব আমি যতদূর পারিলাম, মনের ভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলাম। বোধ হয়, এ সময় 'শ্বশুরালয়' বলা আমার অন্যায়। কিন্তু আমি বিবাহের পর যখন একথা লিখিতেছি, তখন বোধ হয় এরূপ বলায় কোন দোষ হইবে না।

সন্ধ্যার পর শ্বশুর মহাশয় কন্যাদান করিলেন। বিবাহান্তে আহারাদির পর শয়নের জন্য আমাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে হইল। বাসর-ঘরের নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আইন জানিলে যেমন পুলীশ জানা হয় না, সেইরূপ বাসর-ঘরের নাম শুনিলেই বাসর-ঘর যে কি পদার্থ, কোনক্রমেই জানা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার চেহারা ভাল ছিল না। বাসর-ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ঘরটী স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। বোধ হইল, যেন গ্রামে আর কাহারও ঘরে অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ছিল না, সকলেই সেইখানে সমবেত হইয়াছে। প্রথমতঃ অনেকে আমার নাক, চোক, মুখ ইত্যাদি লইয়া

ঠাট্টা আরম্ভ করিলেন। সে সমস্ত কথা আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল, আরসিও আমাকে সে সমস্ত বিলক্ষণ জ্ঞাত করাইয়াছিল, সুতরাং তাহাতে আমার কোনরূপ বিরক্তিবোধ হইল না। এস্থলে একটী কথা আমার বক্তব্য আছে। কথাটী যে নূতন, তাহা আমি বলিতেছি না; বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু আমি যে সমস্ত পুস্তক পড়িয়াছি তাহাতে কথাটীর উল্লেখ দেখি নাই। কথাটী এই,—স্ত্রীলোকে একবার মাত্র একজনকে দেখিয়া তাহার চেহারা যেরূপ মনে করিয়া রাখিতে পারে, পুরুষে সেরূপ কখনই পারে না। একবার মাত্র দেখিয়া অজ্ঞাত পুরুষের কেমন নাক, কেমন চোক, কেমন ভুরু,—সমস্তই বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু পুরুষে এসমস্ত কথা কখনই বলিতে পারে না।

আপাততঃ বাসর-ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার নাক, কান, চোক ইত্যাদি সম্বন্ধে সমালোচনা শ্রবণ করিলাম। পরে শয্যায় উপবেশন করিবামাত্রই আমাকে গান গাইতে বলিল। আমার সাত পুরুষে কেহ কখন গান-বাজনা জানে না। আমার এক জ্যেঠতুতা ভাই একবার একটী ঢোলোক কিনিয়াছিলেন, এবং কষ্টে-শ্রেষ্ঠে দুই চারিটা তাল বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদিগের বাটীতে 'ফটিক' বলিয়া একটী ভৃত্য ছিল। আমার জ্যেঠতুতা ভাইকে আমি 'মেজদাদা' বলিয়া ডাকিতাম। মেজদাদা ফটিককে শিষ্য করিলেন ও তাহাকে বাজনা শিখাইতে লাগিলেন। ফটিক অল্পদিনেই কেবল মেজদাদার সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া লইল, এরূপ নহে; কিন্তু আরও নূতন নূতন তাল অন্য লোকের নিকট হইতে শিক্ষা করিল। সে এক্ষণে মেজদাদার ভুল ধরিতে আরম্ভ করিল। মেজদাদা বাজাইতে আরম্ভ করিলে সে বলিত,—'এই বাবু, তাল কাটিয়া গেল'। আমি তখন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলাম, সুতরাং তাল কাটাকাটী কিছুই বুঝিতাম না। এখনও যে বুঝিতে পারি, তাহা নয়। তবে একথা বলিবার প্রয়োজন—আমাদিগের বংশের গীতবাদ্য-নিপুণতা প্রদর্শন করাইবার জন্য। মেজদাদা ফটিকের কথায় প্রথমতঃ হাসিতেন, ক্রমে রাগ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরিশেষে রাগ করিয়া ঢোলকটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!

বাসরে যখন আমাকে গান গাহিতে বলিল, আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম যে, আমি গান করিতে জানি না। আমার কথা

শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল ও নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরে যখন দেখিল, আমি কোন মতেই গাহিলাম না, তখন তাহারা আপনারাই নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। নৃত্যের কথা আমি ছাড়িয়া দি; কারণ, বোধ হয় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে সকলেই শিখিতে পারে। কিন্তু গীত শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইলাম। নিধুর টপ্পা ত বাপের ঠাকুর, গোপালে উড়ের গানও সভ্য; কিন্তু ইহারা যেরূপ গীত আরম্ভ করিল তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল—ভদ্রলোকের ঘরে, বিশেষ এরূপ পল্লিগ্রামের রমণীরা কিরূপে এ সমস্ত গান শিখিল! কিন্তু সে বিষয়ে আমি কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি কথা কহিলে সকলেই হাসিয়া উঠে; মনে করে, যেন আমি পাগল! আমি ভাবিলাম যে, এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লই, কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইল। যদি একটু চক্ষু মুদিত করি, অমনি দুই দিক হইতে দুই জন আসিয়া আমার কাণ ধরিয়া বসে। আমি বিস্তর মিনতি করিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই আমাকে শুইতে দিল না।

পরদিবস প্রাতে আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না! যাহারা বাসর জাগিয়াছিল, তাহারা অর্থ চাহে! আমি গরিব ব্যক্তি,—এক, দুই, তিন টাকা পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত হইলাম,—কিন্তু কোনমতেই তাহাতে সকলে স্বীকৃত হইল না। পরে ৫ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম, ইহাতে তাহারা সম্মত হইল বটে; কিন্তু নগদ টাকা না পাইলে কোনমতেই আমাকে বাহিরে যাইতে দিবে না। তখন আমার শ্বশুর মহাশয়কে ডাকিয়া আমার বিপদের কথা কহিলাম। তিনি ৫টী টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন; আমিও অব্যাহতি পাইলাম!

পরে নববধূকে লইয়া বাড়ী আসিলাম। মাতা তাহাকে কতবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ দেখিয়া এত প্রশংসা ও এত আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা পল্লিগ্রামবাসী—একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সুতরাং আমার স্ত্রী বাটী আসিয়া দুই চারি দিবস পরেই গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। মাতার তাহাতে যে বিশেষ উপকার হইল, ইহা বলাই বাহুল্য।

দিন কয়েক পরেই আমার ছুটী ফুরাইয়া গেল। সুতরাং আমাকে বাটী ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে হইল। মাতার অনুরোধে এই অবধি

যে বেতন পাইতাম, তাহা স্ত্রীর গহনাতেই খরচ হইত। আমার স্ত্রী অধিকাংশ সময়ে আমার বাটীতেই থাকিতেন; কালে-ভদ্রে দুই চারি দিবস পিত্রালয়ে গমন করিতেন। আমি তখন শ্বশুরালয়ে গিয়া রাজভোগে আহারাদি করিতাম। যেন বাটীর মধ্যে সকলেই জিদ করিয়াছিল,—কে আমাকে কত অধিক আদর করিতে পারে! কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ!" সুতরাং আমার এ আদর অধিককাল স্থায়ী হইল না। আমি কি নক্ষত্রে, কি লগ্নে জন্মিয়াছিলাম, বলিতে পারি না! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমার সুখ-শুক্লপক্ষ চিরকালই ছোট হইয়া আসিয়াছে, দুঃখ—কৃষ্ণপক্ষ বরাবর লম্বা হইয়াছে। পাঠক ইহা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।

ক্রমশঃ।

সাধের আসন।

[কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম—'সাধের আসন'। সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে,
ঢুলু-ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি, এবং বাটীতে আসিয়া তিনটী শ্লোক লিখি। কিছু দিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই! তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে!! এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল—'সাধের আসন']

মাধুরী।

১

দেয়াই কাহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী-বালা,
কি উদার করে খেলা!—
অতি অপরূপ রূপ!—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।

২

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরু লতা;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন-কুল;
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল্ ঢুল্।

৩

হাসি' হাসি' ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে হাসে, জানি না কি কারণে।
ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি',
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

৪

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে' বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ;
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরেনা মনে,
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস!

৫

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি !
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় দেয়েছ ভাই ?
মহান্ তরঙ্গ রঙ্গে কি মহান্ শুভ্র হাসি !
বল, কা'রে দেখিয়াছ ? কোথা গেলে দেখা পাই !

৬

অহো ! বিশ্ব-পরকাশী
উদার সৌন্দর্য্যরাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই ;
অত্যুল্লাসকরী, অরি
পরম আনন্দময়ী !—
কে তুমি, মা ! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাষিত ?

৭

কে তুমি, ভকত জন
জুড়াইতে প্রাণ মন
মনের মতন তা'র মূরতি-ধারিণী ?
সৌন্দর্য্য-সাগর মাঝে
কে গো এ সুন্দরী রাজে,
আকাশের নীলজলে প্রফুল্ল নলিনী !

৮

কে তুমি, প্রাণেতে পশি',
ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপা ললনা ?
করি' অপরূপ আলো
কি বিচিত্র খেলা খেলো !
না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে
এ অসাড় দেহ-যন্ত্রে

আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা !
তুমি কি প্রাণের প্রাণ ? তুমিই কি চেতনা ?

৯

কে তুমি, প্রাণীর বেশে
খেলা কর' দেশে দেশে
যুগলে যুগলে সুখসম্ভোগে বিহ্বল ?
কে তুমি মানব-দ্বন্দ্ব,
মূর্ত্তিমান্ প্রেমানন্দ,
নয়নে নয়ন রাখা,
আননে সুধাংশু মাখা ;
ঢল ঢল করে কোলে শিশু শতদল ?

১০

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

১১

কোটি কোটি সূর্য্য তারা
অনন্ত অনল-পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু-প্রাণী
মনোহরা ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান্ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে !
চাহি' এ সৌন্দর্য্য পানে,
কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে !

১২

কেন, এর অন্যদিকে
যেন কিছু নাই ঠিকে,
পাপতাপ, হাহাকার, ঘোর দুষ্কৃতির ?
কত গ্রহ উপগ্রহ
সূর্য্যে পড়ে অহরহ ;
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার ?

১৩

হয়ত এদিক হ'বে প্রলয়-প্রাবণ ;
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।
আপনি সময় হ'লে
সূর্য্য চলে অস্তাচলে ;
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন !

১৪

নিতি নিতি তরুলতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর !
ঝরে' যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর !

১৫

বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একেবারে লয় নেই ;
এক যায়, আর আসে
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।
মহাপ্রলয়ের কথা,
কি বিষম বিষণ্ণতা !

বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না ;
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।

১৬

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও ?—
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর জগৎ-স্বামী ?
সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত,
কিছু নহে প্রতিভাত।
কোথা ? কোথা ? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী !
এস মা ! ঘোরান্ধকারে তিষ্টিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-রূপিনী।

১৭

আকাশ, পাতাল, ভূমি,
সকলি ; কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয় ;
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে !

১৮

প্রত্যক্ষে বিরাজমান্,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

স্যর কোমার পেথেরাম।

স্যর কোমার পেথেরাম শিষ্ট শান্ত লোক। বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব; আমাদের উচ্চ আদালতের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি। তা সেওয়ায় তিনি আমাদের উচ্চ-শিক্ষাসমিতির সহকারী সভাপতি। সেনেট সভার অমূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্ন। স্যর কোমার কুলীন। পেথেরাম পণ্ডিত। সর্ব্বোপরি, ইনি আমাদের সুহৃৎ; শত্রু নহেন।

এমনতর লোকের কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য। তা সে কথার কোন অর্থ থাক্ বা না থাক্। অবস্থা-বশে ও অদৃষ্ট-দোষে উপযুক্ত ব্যক্তিও অর্থযুক্ত কথার পরিবর্ত্তে নিরর্থক কথা কহেন। ঘটনা আশ্চর্য্য নহে।

স্যর কোমারের সে দিনকার "কন্‌ভোকেশন"-কথার যিনি যে অর্থই করুন, আমরা উহাকে বলি—'পণ্ডিতি-প্রবন্ধ' (Academic essay)। সেই হিসাবেই উহা আলোচ্য হইতে পারে, অন্য হিসাবে নহে। স্যর কোমারের কথা কুষ্মাণ্ড-কাটা করিয়া তাহার ভিতর হইতে রাজনীতির রহস্য বাহির করিতে বসা বে-অকুবী। স্যর্ কোমার যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে-সে লোকে বলিলে বুদ্ধিমানের বিচার্য্যই হইত না। তিনি বিশিষ্ট লোক, এই জন্যই তাহা বিচার্য্য।

বিশিষ্ট লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। পণ্ডিতদিগের প্রায়ই হয়। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় দা'ল-উচ্ছ্বাসে প্রমাদ গণিয়া গৃহিণীকে পরমেশ্বরী-জ্ঞানে পূজা করেন,—এ গল্প কি আর জানেন না? অথবা এরূপ বিদ্রূপকর ব্যাপার কখনও কি দেখেন নাই? পণ্ডিতেরা ক্রমাগত পদার্থ-বিচার করিতে করিতে কোন কোন সময়ে অপদার্থ হইয়া পড়েন। একজন পাণ্ডিত্যের প্রকোপে পথ হারাইয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন! পণ্ডিতপ্রবর পেথেরামেরও বোধ করি তা'ই ঘটিয়াছিল,—যখন তিনি কনভোকেশনে পঠিত তাঁহার সেই প্রবন্ধটা লিখেন। রচনা-নৈপুণ্যে লিপি-কৌশলে ও পৌরাণিক গবেষণায়, স্যর কোমারের প্রবন্ধটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ; কিন্তু তাহা হইয়াও প্রলাপময়। তবে সে প্রলাপ পণ্ডিতের প্রলাপ; প্রচণ্ড হইলেও পায়নিয়ারের প্রলাপের ন্যায় পিত্তজ নহে। পেথেরামের প্রলাপ সহজজ্ঞান-রহিত হইয়াও সরল।

স্যর্ কোমার পেথেরাম বলেন,—কলিকাতার কন্‌ভোকেশন এদেশে 'ডেল্‌ফির' দোলমঞ্চ। সেখানে সরস্বতীর সেবকগণ ভবিতব্যের ভবিষ্যদ্বাণী সংগ্রহ করেন। উপমাটী অযুক্ত বা অযোগ্য নয়, বেশ সুন্দর। রহস্য না হইলেও উপমাটীতে একটু মৃদু রকম রসিকতা আছে। এখন সেই রসিকতাটী আর একটু অগ্রসর করিতে যদি আমাদিগকে অবকাশ দিয়া গোস্তাকী গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে আমরা বলি,—স্যর্ কোমারের কথার আভাসেই বলি,—আমাদের কনভোকেশনরূপ ডেল্‌ফির দোলমঞ্চে স্যর্ কোমার স্বয়ং এবার অবতার; তিনি নিজেই অবধূতরূপে অবতীর্ণ। আমাদের এটী কিন্তু উপমা নয়; অলঙ্কার নয়; ইহা প্রকৃত ঘটনা।

ডেল্‌ফির দোলমঞ্চ হইতে এবার অনেক অদ্ভুত অবধৌতিক কথা (Oracles) উদ্গীর্ণ হইয়াছে। তাহা কেবল ভবিষ্যতের কথা নহে, অতীত এবং বর্ত্তমানেরও কথা। ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান তিনকালের কাহিনী একই কালে। নহিলে আর "অরেক্‌ল্" কি! আমরা সে "অরেক্‌ল্" বা অবধৌতিক দীর্ঘ কাহিনীর একটু হ্রস্ব নমুনা নিম্নে দিতেছি;—মালঞ্চের মধ্যে যদি কেহ সরস্বতীর সেবক বা সেবিকা থাকেন, সাবধানে সঞ্চয় করিবেন, হেলায় হারাইবেন না।

ডেল্‌ফির দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন,—"উচ্চ-শিক্ষায় এদেশীয় লোকের যাহা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক হইতে বাকি আছে।" কিন্তু কি কি "হইয়াছে" এবং কি কি "হইতে বাকি আছে"?

স্যর চিফ্‌জষ্টিস্ কহেন,—"নিঃসন্দেহ এদেশীয়দের অনেকে এখন ইংরাজীতে কথা কয়। খাদ্যাখাদ্যের কুসংস্কারও তাহাদের মধ্যে কতক কতক এখন কমিয়াছে,—এ কথাও ঠিক। বিলাতী ধরণে বেশবিন্যাসও তাহারা এখন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী বুট ও বিনামা-ওয়ালাদের প্রসাদাৎ বহুকালের একটা বিকৃত ব্যবহারও তাহাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিনামা-বিভ্রাট এখন আর নাই।" (এ কথাটার তাৎপর্য্য বোধ করি) "জুতা পরিয়া তাহারা এখন খায় ও আইসে যায়! সে পূর্ব্বের আদব-কায়দা এখন আর করে না। দেশভ্রমণ সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। রেলগাড়ি-চড়া সমাজে চলন হয়েছে, সমাজ সেটা শরীরে সহাইয়া লয়েছে। তারে খবর ও ডাকে চিঠি তা'রা দেয়। বিলাতী শিল্পকৌশলের সুখ-

সুবিধা;সম্ভোগ করিবার সাধ তাঁদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।" (করতালি)

(স্যর কোমার কহিতে লাগিলেন) ;—

"কিন্তু এ ক'টা সেওয়ায়,—সভ্যতার বিলাতী আমদানীর এই ক'টা অতি সামান্য সরঞ্জাম সেওয়ায়—তাঁদের মধ্যে ত উন্নতির পদার্থ আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইংরাজী শিক্ষায় তাঁদের মধ্যে যে গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তনসকল ঘটাইবে, আশা করা গিয়াছিল,—তাহার ত কিছুই হয় নাই। তাঁদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ কই আজিও ত চলে নাই? তাঁরা আজিও জাতিভেদ মানে; যার তার থায় না; যাকে তাকে 'সাদী' করে না। আজিও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিয়ে করে, বাগ্‌দিনী বা বেদেনীকে করে না, বেদে বা বাগদী এখনও বাম্‌নীকে বিয়ে করিতে পায় না। কাণ্ডারার সঙ্গে কায়েতনীর আজিও সাদী হয় নাই, "সাঙাও" হয় নাই। মুচি মেথর মুর্দ্দাফরাশ আজিও হিন্দু-মুসলমান-সমাজে চলে নাই। সবই রয়েছে—সেই সাবেক দস্তুর। বাঙ্গালীর বিবাহ আজও বাঙ্গালীতে হয়, কোল কুকী, কাবুলী বা কামাস্কাট্‌কীর সঙ্গে হয় না। তাহা হওয়া সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক পূর্ব্বের ন্যায় এখনও প্রবল। লর্ড্ মেকলের সময়ে যেমন প্রবল ছিল, এখনও তেমনি প্রবল। একটুকুও ইতর-বিশেষ হয়নি। এখানে সেখানে এক আধ জন লোকের মধ্যে এক আধটুকু নড়-চড় হইলেও হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। জাতিভেদের জড় যেমন তেমনি জীয়ন্ত রয়েছে। এক বর্ণ অন্য বর্ণে, এক জাতি অন্য জাতিকে তখনও যেমন বিবাহ করিত না, এখনও তেমনি করে না; কাযেই বিলাতী শিক্ষা ও দীক্ষার বিরোধী হইয়াও, জাতিভেদ আজও টন্‌টনে রয়েছে বলিতে হয়। আপনারা বলিতে পারেন যে,—এমনতর যুক্তিতর্ক-দেখান, এবং শিক্ষিতের কাছে একবারে এতটা দাবী করা কিছু অতিরিক্ত। যে কুসংস্কার কুব্যবহার কতকাল থেকে চলে আস্‌ছে, তাহা কেমন ক'রে এখনি একেবারে যাবে?—যেতে আরও দেরী লাগ্‌বে। ভাল তাই নয় মেনে লইলাম। কিন্তু শুনিতে যে পাওয়া যায়, বাঙ্গালিদের শরীরে ইংরাজী শিক্ষা খুব ধরেছে,—সেই বাঙ্গালিদের ব্যবহারই ধরুণ। বাঙ্গালিদের নিকট হইতেও কি আমরা একটু বেশী আশা করিতে পারি না,—সামাজিক উন্নতি ও শারীরিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে? তা বেশী আশা সফল হওয়া চুলোয় যাক্, যেটা অতি যৎসামান্য

জিনিষ,—যাহা নেহাত না করিলে নয়,—তাহাও বাঙ্গালীরা করে না। অধিক আর কি বলিব?—বাঙ্গালীর বিধবারা বিবাহ করিতে পায় না। প্রথম পক্ষের স্বামী-মরার পর, বিধবা বাঙ্গালিনীদের বারম্বার বিবাহ করা "পড়ে মরুক", দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্যও একটী বর তাঁদের জোটে না। তা ছাড়া বালিকাদের বে হয় তারা 'প্রসূতি' হ'বার আগে। (অত্যন্ত আনন্দ-করতালি,—এ করতালি কা'রা দিয়াছিলেন, ধর্ম্ম জানেন)—বিধবাদের বে হয় না, বালিকাদের বে হয় পুনর্বিবাহ হওয়ার আগে,—কাযেই, বাঙ্গালীদের যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি। দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে!"

(বক্তা তার পর গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন),—

"বলা বাহুল্য, এই সব দোষ অতি জঘন্য। কিন্তু এগুলা অতি আধুনিক সৃষ্টি। এসব আগে ছিল না। এগুলা বাইবেলের ন্যায় বেদের বহির্ভূত। বেদ যদি এখন থাকিত, তা' হ'লে বাঙ্গালিদের কুসংস্কার আমরা যেমন ঘৃণা করিতেছি, বেদও তেমনি করিত। বিধবা-বিবাহ, প্রসূতিবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ ও বর্ণ-শঙ্কর-সৃষ্টির ব্যবস্থা বেদে আছে। মহাকাব্যে আছে।

"ইংরাজি-পাঠ যৎসামান্য যেটুকু এরা পড়েছে, তাহা আদবে এদের মাংসভেদী হয় নাই। কাযেই ইহারা এখনও চিন্তা করে, ইতস্ততঃ করে, অনায়াসে তেজীয়ান্‌ভাবে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে বামুনে মুচির কায করে না, মুচিতে মন্ত্র পড়ায় না!! উন্নতিও হইতেছে সমান সমান!!

"পরন্তু মনের এই চিন্তা-শীলতা (Contemplative habit of mind) বড়ই বেজায়। কারণ ইহা "প্রত্যক্ষ ঘটনা" ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ আইডিয়া (Idea) অবলম্বন করে, প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়া থিওরিতে যায়,—পৃথিবীর ব্যাপার ছাড়িয়া পুস্তকস্থ বিদ্যা অনুসরণ করে। এই চিন্তা-শীলতা কার্য্যের হন্তারক, অকার্য্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহা ধর্ম্মের মেঘ ও কুয়াসা-আবৃত আকাশে (Cloud-land of religion) লইয়া যাইতে বড়ই ক্ষিপ্র-শক্তি-সম্পন্ন। শিক্ষিত হিন্দুরা চিন্তা করিয়াই মাটী হইতেছে,—'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিয়া মরিতেছে! হায়! কি আক্ষেপ!

"একটা কথা শুনা দিয়া থাকে,—আর সে কথাটা বলা আজকাল ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,—ইংরাজী শিক্ষায়, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে হিন্দু-

ধর্ম্ম 'জড়'শুদ্ধ উপড়াইতেছে। কিন্তু এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করিব? কাযে ত কিছুই দেখিতে পাই না। হিঁদুস্থানীর বরং বুদ্ধিই ত দেখিতে পাইতেছি। রেলগাড়ি কোথা সব একাকার ক'রে ফেলিবে, তা না হ'য়ে সেটাতে হিন্দুধর্ম্মের একটা মস্ত সুবিধা ক'রে দিয়াছে। রেল গাড়ি হ'য়ে লোকের গয়া-কাশী-গঙ্গাস্নানে যাওয়া বিষম বেড়ে গিয়াছে।

"ইংরাজি প'ড়ে এরা আর কিছু করিতে পারে নাই; পেরেছে—কেবল একটা হুজুগের হল্লা উঠাইতে,—যাকে ইয়ুরোপে বলে "পলিটিক্স্" ইহার ফল যাহা ঘটেছে, তাহা সে দিন একজন মহিমান্বিত মহাজন ব'লে গিয়াছেন; আমি সে কথা আর কিছু বলিতে চাই না। আমি কেবল এই বলি যে—ইহারা বোঝে না যে, 'পলিটিক্স্' কি-না রাজনীতির অর্থ কি? পলিটিক্স্ পেতে শোয়—কি গারে মাখে, এরা জানে না। পলিটিক্স্ এক অর্থে আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলা কথার কুঠী—সে কথাগুলা কেমনতর?—না, মাছধরা চারের মত। সে কথাগুলা যে সময়ে জন্মিয়াছিল, সে সময় আর নাই.—সে কথাগুলার কেবল কঙ্কাল আছে। সেই কঙ্কালগুলা লইয়া এরা কামড়াচ্ছে। বড়ই আপসোষ যে, এরা বোঝে না যে,—এদের সমাজ সমূলে ছেদন ও ধর্ম্মের আগা-গোড়া পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে এরা কখনই এক জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে না এবং এক জাতিতে পরিণত না হইলে কোনও রাজনৈতিক অধিকার পাওয়া অসম্ভব।

"এরা 'জাতীয়তা জাতীয়তা' ক'রে ক্ষেপে উঠেছে, কিন্তু জাতীয়তাটা যে কি, তা আদবেই জানে না। এরা যেমনতর ভাবে জাতীয়তা চায়, তাহা অসম্ভবেরও অসম্ভব, তাহা আকাশ-কুসুম; তাহার নজীর কোনও কালের কোন ইতিহাসে নাই, তবে যদি অসম্ভবেরও অসম্ভব এদের কোষ্ঠীতে লিখে থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।"

উপরে স্যর কোমারের বক্তৃতা বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকটিত হইল। অপ্রত্যয় করেন,—কতকটা অপ্রত্যয় করিবারই কথা,—'অধ্যায় এবং শ্লোক'-সমেত ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। স্যর ভাইস্ চান্‌সেলরের অভিপ্রায় ইংরাজীতে অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ, যদিও কোন কোন স্থলে ঈষৎ অস্পষ্ট থাকে, তাহা অনুবাদে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া গিয়াছে। ইংরাজী-অনভিজ্ঞদিগের খোলসা বুঝিবার জন্যই সেটা করা হইয়াছে।

এখন কথা হোচ্ছে,—স্যর কোমারের কথা বা কথকতা সম্বন্ধে। তা' সে কথাতেই বা কথা কি? স্যর কোমার সরল-প্রাণে যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই তোমাদিগকে করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা এবং আলোক-অনুসারে যাহা উত্তম এবং উন্নতির উপায়, তাহাই তিনি তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। অতএব তাঁহার সদভিপ্রায়-সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে ত পারেই না; বরং তিনি যে তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। উত্তম দ্রব্য আত্মীয়-বন্ধুকেই লোকে দেয়, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগী করিয়াই তাহা সম্ভোগ করে। তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তিনি এবং তাঁহার দেশস্থ লোকে করিয়া থাকেন ও করিয়া কৃতার্থ হন,—তোমরাও তাঁদের মত করিয়া তাঁদের মত কৃতার্থ হও, ইহাই স্যার কোমরের ইচ্ছা। এ ইচ্ছার অপরাধ কি? হইতে পারে, স্যর কোমর যে সকল বিষয় বা বস্তুকে উত্তম বুঝিয়াছেন, তাহা তোমাদের বিবেচনায় অত্যন্ত অধম, নেহাত অন্তাজেরও অকরণীয়; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। স্যর কোমর তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিতেছেন, অথবা যাহা না-করার জন্য তোমাদিগকে দোষিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজের মতে ত অত্যন্ত উত্তম বটে। অতএব আর অধিক বলা বাহুল্য যে, স্যর কোমরের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সৎ শুদ্ধ এবং সরল। রেইস্ ও রেয়তের রসিক সম্পাদক যে বলেন,—"স্যর কোমর বর্ণ-চোরা অাঁব"—সে কথাটা কেবল সদর্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্যর কোমর আমাদের শত্রু,—এ অর্থে নহে। তবে যদি বল, "সন্ন্যাসীর দোষ নাই, বোচ্‌কায় ঘটায়"—তা হ'লে কাযেই হার মানিলাম।

স্যর কোমর যে সব কথা কহিয়াছেন, তাহা হিন্দুর হিন্দুস্থানে কোন-কালেই কার্য্যে পরিণত হইবে না; ইহা অবশ্য অনেকেই জানেন। কিন্তু স্যর কোমর যেরূপ ধরণে সে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা কি জানা-দিবার যোগ্য? তাহা শুনিয়া কি কেবল হাস্যরসেরই আবির্ভাব হয় না? "তোমরা বর্ণ-শঙ্কর হও,—বিধবার সাদী দাও,—প্রস্তুতির বে' দাও, তোমাদের খুব ভাল হইবে"—এসব কথা শুনিয়া কা'র না হাসি পায়, বলুন দেখি?—আর এসব কথার উত্তরই বা কে দিতে যায়, বলুন দেখি?

স্যর কোমরের কথায় হাসি পায় সত্য। কিন্তু প্রথম এক ঝোঁক হাসির পর অজ্ঞাতে একটুকু দুঃখের উদ্রেক হয়। 'আহা! লোকটা এমন সরল'!—ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে উদয় হয়,—"আমাদের অদৃষ্টে এতও ছিল,—আমাদের সর্ব্বপ্রধান বিচারক আমাদের ব্যবহার-শাস্ত্রে এমন 'বে-বুঝ'!" হায়! "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং?"

আমরা অগ্রেই বলিয়াছি, স্যর কোমরের বক্তৃতা একটী "পণ্ডিতী প্রবন্ধ।" এখন সেই হিসাবেই তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। ভাইস্-চান্‌সেলর্-সাহেব এদিকে বলিতেছেন, তিনি আমাদের বেদ-বেদান্ত-গায়ত্রী-সাবিত্রী—সবই জানেন। সব জেনে শুনে "টিউ" হয়ে বসেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ,—আমাদেরই দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে যে,—তাঁহার নিজের দেশের, নিজের ইংরাজী-সমাজশাস্ত্রের আজকালকার সব খবর তিনি রাখেন না; অথবা তাহা জানিয়াও ভাবেন না। স্যর কোমর সমাজ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সেই পুরাতন পৃথিবীর পুর্ণসংস্কার-গুলির সেবা করেন; তাঁহাদের 'উন্নতিশীল' শাস্ত্র-সমূহ আজকাল যাহা উদ্ভাবন করিতেছে, অথবা উদ্ভাবন করিবার জন্য চিন্তা করিতেছে অথবা উদ্ভাবন করিয়া প্রচলন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে,—সে সংবাদ বড় একটা রাখেন ব'লে বোধ হয় না। সে সংবাদ যদি তিনি কিছু কিছু রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার সেই Old-world-ideas গুলি এমনতর অটুট থাকিত না। ইয়ুরোপের সমাজে,—আমাদের হিসাবে, বৈবাহিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত। সে যথেচ্ছাচার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বোধ করি অনন্তকাল চলিবে। কিন্তু সেই সকল যথেচ্ছাচারের ফল ক্রমে এখন এতদূর ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইয়ুরোপে এক অতি দুরূহ সামাজিক সমস্যা উপস্থিত। সেই সমস্যার সুমীমাংসার উপর ইয়ুরোপের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। ইয়ুরোপে যাঁরা চিন্তাশীল (Contemplative) লোক, যাঁরা ধ্যান-ধারণায়, দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে সক্ষম, তাঁরা কতকটা অগ্রেই এ 'সমস্যা' অল্প-বিস্তর অনুভব করিয়াছিলেন। তার পর এখন, যাঁরা 'ব্যস্ত-সমস্ত' অর্থাৎ কার্য্যপরায়ণ (Active) রাজনৈতিক (Practical politician ও statesman), তাঁরাও এ সমস্যা লইয়া মস্তিষ্ক খাটাইতেছেন। কিন্তু কোন সন্তোষকর মীমাংসায় উপস্থিত হইতে

পারিতেছেন না। শীঘ্র পারিবেন—এমত আশাও আমরা, এদেশীয় লোক, করি না। কারণ উপযুক্তরূপ রোগনির্ণয় না হইলে কোন ঔষধই খাটে না। ইয়ুরোপীয় রাজনৈতিক চিকিৎসকগণ তাঁহাদের সমাজ ও সাম্রাজ্য-ব্যাধির মূল কোথায়, সেটা আজও উত্তমরূপে ঠাওর করিতে পারেন নাই। কাযেই যখন যে ঔষধ ও অবলেহ, প্রলেপ ও পাঁচন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার একটাও খাটিতেছে না। অথচ অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে, রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে,—রোগের বীজ বিস্তারিত হইয়া পশ্চিমভূমির সর্ব্বত্র ঘিরিতেছে! সমাজ ও সাম্রাজ্য 'জড়' হইতে কাঁপিতেছে! কখন কি হয়!

বিজাতীয় ও বিসদৃশ বিবাহের নিত্য ফল—পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক কুৎসা, সে ত আছেই। এটা ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে বোধ করি আজকাল বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া কেহ বলিতেছেন, কেহ বা বলিতেছেন না। যাহাই হউক, বিষয়টা তথাকার বিজ্ঞলোকের বিবেচনাধীন; এটা বেশ বুঝা যায়। ইয়ুরোপীয় সমাজ বহুকাল হইতে পীড়িত ও কুরীতি-কলুষিত, কাযেই তাহার সংস্কার সহজে ও সত্বরে সম্ভবে না। তবে তাহাতে সংস্কারের যে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, একথা "মিসনরী" মহাশয়েরা লুকা'ন আর যাহাই করুন,—একথা আর ঢাকিবার যো নাই। এ কথার ঢেউ ইয়ুরোপে এখন বেশ খেলিতেছে; তাহা এই দূর হইতেও বেশ দেখা যায়।

পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক কুৎসা এবং আরও কত-কি,—সে ত আছেই। এ সব—অসংখ্য অমঙ্গল ও অসুখের কেবল হেতু নয়; ইহারা অমঙ্গল এবং অসুখ মূর্ত্তিমান্,—সশরীরে জীবন্ত। এসব ত গেল পাশ্চাত্য-বিবাহ-পদ্ধতির নিত্য ফল। কিন্তু উহার নৈমিত্তিক ফল যাহা, সে আরও ভয়ানক, 'ভয়ানকেরও ভয়ানক'। তাহারই কথা আমরা ইত্যগ্রে বলিতেছিলাম। সে ফল ইয়ুরোপে দেখা দিয়াছে। ফল আজও পরিপক্ক হয় নাই, এখনও খুব কচি আছে; তবুও কিন্তু ইয়ুরোপের "আহি-মধুসূদন"।

ইয়ুরোপের মুকুটধারী মস্তিক মাত্রেই সশঙ্কিত। সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, 'জার', এম্পারার, ভূপাল, মহীপাল,—যাঁরা লোকপতি, সাম্রাজ্যের গতি,—তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। তাঁহারা অন্যকে রক্ষা

করিবেন কি, নিজের নিজের প্রাণ লইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সন্দিহান। লৌহ-নির্ম্মিত প্রাসাদে অসংখ্য-পুলীশ-প্রহরায় থাকিয়াও নিয়ত ভাবিতেছেন, কখন কোন্ অজানিত দিক হইতে মৃত্যুবাণ পৌঁছে। যেস্থলে রাজা ও সমাজপালের এ অবস্থা, সে স্থলে রাজ্য ও সমাজের কিরূপ অবস্থা, তাহা অনুমানই করুন। রাজ্যের ও সমাজের উপরটী বেশ 'লেফাফা-দুরস্ত'; কিন্তু ভিতরে ক্ষয়-কীটে খেয়ে সব 'খাক' করিতেছে। সৈন্য-স্রোতঃ সমুদ্রবৎ করিয়াও রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি কথঞ্চিন্মাত্র রক্ষিত হয়;—সমাজের যে কিছু শৃঙ্খলা, সে কেবল পোষাক-পরিচ্ছদে। রুসিয়ায় নিহিলিষ্ট; সোশিয়ালিষ্ট—ইয়ুরোপের সর্ব্বত্রে। প্রত্যেক বায়ু-হিল্লোলে বিষপ্রবাহ বহিতেছে। চিঠির আবরণটী পর্য্যন্ত স্বহস্তে উদ্ঘাটন করিতে সমাজপাল ও ভূপালদিগের আশঙ্কা হয়,—পাছে তাহার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ুর বিরোধী কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে। রাজ-পথে রাজপ্রাসাদে, সাধারণ কার্য্যালয়ে,—দুঃসহ "ডিনামাইটের" নিভৃত আতঙ্ক কোথায় নয়? নরঘাতকের রক্তলোলুপ শাণিত ছুরী অত্যন্ত নির্ব্বিঘ্ন-কক্ষেও অলক্ষ্যে করাল মুখব্যাদান করিয়া ঝুলিতেছে। ইয়ুরোপের বাহ্য-মূর্ত্তি যতই এখন চিকণ ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হউক না, তাহার অন্তরাত্মা দুর্দ্দমনীয় বিপদ ও বিপ্লবে কাতর। ইহা কি কেবল রাজতন্ত্র-দেশে? প্রজা-তন্ত্র রাজ্যেরও এই অবস্থা। রুষের ন্যায় ফরাসীও নিরপদ নহেন। বিষাক্ত বিবাহের গরল-ফলের এই এক পৃষ্ঠা। এ পীঠে সমাজস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকের আতঙ্ক। আর এক পীঠে সমাজচ্যুত ও সম্বলহীন লোকের ঘোর আর্ত্তনাদ, গগণভেদী চীৎকার, পৈশাচিক রক্তপিপাসা। তাহারা দুঃখে-দারিদ্র্যে, অনাচারে, অনাহারে, পাপ-পঙ্কিলতায়,—অসংখ্য প্রকার ও প্রকৃতির ব্যভিচারে নরকস্থ। নরক-যাতনা নররক্তপ্রবাহে ডুবাইতে তাহারা প্রতিজ্ঞারূঢ়, উদ্যত এবং উদ্যোগী। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার!!!

বিজাতীয় ও বিসদৃশ বিবাহরূপ বিষবৃক্ষ হইতে উদ্ভূত হয়—বর্ণ-শঙ্কর-রূপ হলাহল-ফল। হলাহলে হলাহলই উদ্গার করে,—সুধা উদ্গার করে না। সুধাটা আপনি স্বপ্নে দেখিবেন;—সে স্বতন্ত্র কথা। বর্ণ-শঙ্কর বিপ্লবের মূল,—অধর্ম্ম ও অপকর্ম্মের আধার। বর্ণ-শঙ্করে বিভ্রাট নিশ্চয়ই ঘটায়। ইয়ুরোপে ঘটাইতেছে। বর্ণ-শঙ্কর-জনিত বিভ্রাট বহুবিধ। স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে সে বিভ্রাটের প্রকৃতিভেদ হয়। বর্ণ-

শঙ্কর বহু অনর্থের আকর, সামাজিক পাপের জীবন্ত সাক্ষী,—তাহারা "মুখলং কুলনাশনং"। এইজন্যও বটে এবং আরও নানা কারণে হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণ-শঙ্করের বিশেষ নিন্দা;—হিন্দুসমাজ বর্ণ-শঙ্কর উৎপাদন করিতে চাহে না।

ইয়ুরোপের যে চিত্র উপরে আমরা অনুবাদে অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা বহুকালব্যাপী বর্ণ-শঙ্করত্বের পরিণাম। কিন্তু এ কথাটা আজও তথাকার লোকে ধরিতে পারেন নাই। পরন্তু প্রাজ্ঞ এতদূর গড়াইয়াছে যে, এখন ধরিতে পারিলেও আর অব্যাহতির আশা অল্প। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ নাই। দেশভেদের দরুণ জাতিভেদ যৎসামান্য যাহা আছে, তাহাতেও কোন্ শোণিত কোথায় গিয়া মিশিয়াছে, তাহার নিকাশ নাই। বংশ-বিপর্য্যয়, রক্তবিপ্লব, বর্ণ-শঙ্করত্বের বিষম বিষাক্ত ব্যভিচার তথায় ঘটিয়া সমস্ত সমাজ ওলোট-পালোট করিতে চাহিতেছে।

অথচ স্যর কোমার পেথেরাম বর্ণ-শঙ্করত্বকে উন্নতির একমাত্র উপায়,—অন্ততঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী উপায়—স্থির করিয়া বিসদৃশ-বিবাহ বহুলরূপে চালাইবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং আমাদের 'গ্রাজুয়েটেরা' তাহা চালাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহা-দিগকে 'মিটে-কড়া' শুনাইতেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম 'ধাক্কায়' এদেশী লোক খুব ব্যস্তবাগীশ (Active) হয়ে উঠেছিলেন, স্যর কোমার বোধ করি সেটা জানেন না। কিন্তু ক্রমে তাঁরা,—অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে যাঁ'রা ইংরাজীর কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী নহেন,—জানিয়াছেন যে, ইংরাজীরও একটা Contemplative side অর্থাৎ কি না চিন্তাশীল অংশ আছে এবং ইংরাজদের মধ্যে যাঁ'রা প্রকৃত ওস্তাবে সারবান্ লোক, তাঁ'রা সকলেই চিন্তাশীল অর্থাৎ Contemplative। কাযেই আঘাতের পর প্রতি-আঘাত আরম্ভ হইয়াছে। স্বাভাবিকতা, সত্য ও সভ্যতার দিকে স্রোত ফিরিয়াছে। কিন্তু এসব কথা যাউক।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে সকল প্রশ্ন আধুনিক পণ্ডিত ও তত্ত্ব-দর্শিদিগের মধ্যে এখনও বিতর্কিত, তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচার করা মহামান্যবর পেথেরামের পাণ্ডিত্যের উপযোগী হয় নাই। বেদ ও বৈদিক ব্যবহারের বিষয় অবশ্য তাঁহার না জানিবারই কথা। তবে যে তিনি তাঁহার যাহা জানা উচিত, তাহা জানেন না,—এটা খুব আপসো-

যের বিষয়। অধিকতর আপসোষের বিষয় এই যে, তিনি বলেন যে,—ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া এদেশীয় লোকের উচিত ছিল যে, তাহারা জাতিকুল ত্যাগ করে।

"What signs can we discern of the weightier social changes which Western teaching might have been expected to induce?" পাশ্চাত্য-শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তবে আমাদিগকে জাতিকুল ত্যাগ-করান? অত্যন্ত অশুভক্ষণে সার কোমর এই কথাটী কহিয়াছেন। এ কথায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনেকের মনে ঘৃণা জন্মিবে। ইংরাজী শিক্ষায় ঘৃণা হওয়া এখন আমাদের অমঙ্গলকর। কিন্তু অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আছে। আমরা আশা করি, সার কোমরের এ কথায় এখন হইতে সকলেই ইংরাজি-শিক্ষা সাবধানপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

সার কোমর কঙ্গ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করেন নাই বলিয়া নবীন অনুরাগী মিষ্টার নর্টন ইতিমধ্যে খুব এক পালা গাইয়াছেন। না, কঙ্গ্রেসের উপর কটাক্ষ করেন নাই; কেবল এই কহিয়াছেন যে,—এদেশীয় লোক অসবর্ণে ও অ-জাতিতে বিবাহ করিয়া বর্ণ-শঙ্কর হইয়া আগে একজাতি হউক, তখন যেন কঙ্গ্রেস করে। স্যর কোমর সরল লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মালিনী।

(২)

যে সিন্দুকের ডালা নেই, সে সিন্দুকে আর আছে কি? আছে কেবল—দু-এক খানা সেকেলে দেনো থাল্, তাও আরসোলায় চেটে অস্থিসার করে' রেখেছে; আর আছে—বৃদ্ধপিতামহীর ঘরবসতের একটী সিঁদুর চুপ্ড়ী—তাতে একটীও কড়ি নাই, সেগুলি দশ-পঁচিশ খেলায় হস্তান্তর হ'য়ে বোধ হয় এখন প্রবাসে আছে। সুতরাং যে বাগানের বেড়া নেই, সে বাগানে আছে কি? আছে—কেবল মৃত-পুত্রপৌত্রাদিশোকজর্জ্জরিত পলিতকেশ শুষ্কগুঁড়ি! আর যাহা আছে, তাহা যণ্ডকুলের ভক্ষ্য নহে!

আহা! অমন বেড়া কোথায় গেল! অমন শক্ত খুঁটী কে ভাঙ্‌লে! অমন শতায় বাঁধন কে খুল্‌লে! কখন ত ঝড়ে পড়েনি, হাওয়ায় নড়েনি? ধাকা সয়েছে, রক্ষা পেয়েছে। তবে কেন আজ জায়গায় জায়গায় ভাঙ্‌লো! একবার নেড়ে দেখালে এখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ওগো! এই যে ঘুণ ধরেছে! এমন বড় বড় খুঁটী—দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু একটুও তেজ নেই! বেছে বেছে যে খুঁটী গজাবে, এমন খুঁটী বেড়ায় দিয়েছিলুম, গজিয়েও ছিল; কিন্তু এখন দেখ্‌চি, ডগায় কেবল দু-একটী পাতা ফুর ফুর ক'রে উড়্‌চে;—কিন্তু গোড়ায় ঘুণ ধরেচে! এরা আপনার দোষেই গেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের হিত একটুও দেখেনি; কেবল ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে আপনার শরীর মাটি করেচে,—পরের দিকেও চায়নি! এতে বেড়া যাবে না ত কি? যে কাযে এসেচি সে কায দেখলুম না; তা'তে আর তেজ কতদিন থাকে? আপনারাও দাঁড়িয়ে মাটি হয়েছে, আমাকেও মাটি করেচে। মূল খুঁটীর যে যে গুণ থাকা চাই, তাহা আর কিছুই নেই; কেবল ঠাট বজায় আছে আর আওতা বাড়াচ্ছে! মূল ত গেল; দেখি, তা'দের আস-পাশের "কচা" কেমন আছে।

পড়্‌তা যখন খারাপ পড়ে, তখন সকল দিকেই মন্দ হয়! বেড়ার মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট গাছগুলি দিয়েছিলুম—আশা ছিল, তা'রা বড় হ'য়ে খুঁটীর কায কোর্‌বে—তা'দের হ'তে অনেক সাহায্য পা'ব। কিন্তু কি দুঃসময়! তা'রা না গজিয়েই থেকে গেল! না বেড়েই আপনাদিগকে 'সকলের বড়' মনে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! এমন বল নেই যে, বেড়াটার জোর একটু বজায় রাখে—কিন্তু এরই মধ্যে টবে বসিবার উচ্চ আশায় পা বাড়িয়ে রয়েছে! এখানেও মন টেঁক্‌চে না—টবেও যা'বার সামর্থ্যও নাই! দুরাশা এসে পড়েছে, সুতরাং স্ফূর্ত্তি নাই। বেড়াও তাদের উপর নির্ভর কোর্‌তে পাচ্চে না—তা' মাথা-গুণ্‌তিতে বেশী দেখে আমার লাভ কি? এত আর আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-বাটী নয় যে, যত বেশী মাথা দেখাতে পার্‌বো, আমদানির ভার তত বাড়্‌বে!

বেড়ায় মেদীগাছের কথা উত্থাপন করি নাই;—কেউ যেন ভুল বোল্‌বেন না। তা'রা আর বেড়া আগ্‌লান পছন্দ করে না—পুরানো মনিবের তকা রাখে না! বিদেশীগাছের পরগাছা হয়ে তা'রি পায়ে প্রণাম সঁপেছে!

বেড়ার ত এত গেছে;—তবু বেড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তো, যদি বাঁধনগুলি না অল্‌গা হোতো। এত ক'রে মাধবীলতা দিয়ে বেঁধেছিলুম; তাদের জোরেই খুঁটীগুলি জব্দ ছিল—কেউ একটু হেল্‌তে পায়নি, নোড়্‌তে

পারেনি। কিন্তু এখন মাধবী নিজেই মোচড় দিয়ে মোচ্‌কে গিয়ে বেড়া ভেঙে ফেল্‌চে! ইচ্ছেটা—বাহারে' গরাদের উপর থাকে! আমি গরীব মানুষ; আমি বাহার পাই কোথা? কাযেই আর মাধবী হ'য়ে থাক্‌তে চায় না,—Honey-Suckle হ'তে চায়!

বাগান খোলা পেলে যণ্ডারাজের অভাব নাই, তা'রা অবাধে আপনার পথ পরিষ্কার করে নেয়। প্রথমে রুগ্ন যণ্ডেরা কাছে আসিয়া কতই ভদ্রতা প্রকাশ করে!—ক্রমে বাগানে ঢুকিয়া আগাছা ও ঘাস খায়। ক্রমে ভাল গাছের তলায় ফেরে—পড়া-পাতা খায়;—ক্রমে ডাল ভাঙে, ফুল খায়, ফল ছেঁড়ে! আবার যে বেড়াটুকু শক্ত আছে, তাতে গা ঘ'ষে ঘ'ষে নিরাকার করিয়া তোলে। এ বাগানেও তাই ঘটেচে।

দুঃখ ছিল না—যদি কেবল ষাঁড়ের দৌরাত্ম্যই থাকিত। তা নয়, গাভিগুলিও কম নন! এঁরা অতি নিরীহের মত আসেন, কিন্তু যা' অনিষ্ট করেন, তা' সাঙ্ঘাতিক। কেবল খেয়ে সন্তুষ্ট ন'ন—আবার তুলে নিয়ে যান! ছোট কচি হৃষ্ট-পুষ্ট চারাগুলিকে মোট্‌কে ভেঙ্গে' মুখে করে' হাম্বা-রবে ছুটে যান!

এততেও রক্ষে ছিল; কিন্তু ছাগলের ছানায় বুঝি পূর্ণচ্ছেদ পাড়ে! এদের গতিবিধি বেশ সহজ; অল্পস্থান পাইলেই কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এদের কাছে, বেড়া থাকিয়াও নেই; ওগ সকলের চেয়ে ছোয়ালো; যা' একবার চর্ব্বণ করেন, তা' আর গজায় না! বেড়াতে যে গাছগুলি ছিল, তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণই ইহারা। আগে স্থানে স্থানে চরিত, এখন সর্ব্বত্রই বিরাজ করে। তবে ঠাকুরবাড়ীর বন্দোবস্তে একটু বলহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, তথায় বলিদানের পাঁঠা আবিষ্কার হয়েচে। কিন্তু আমার তাতে বিশেষ লাভ হয় নি; বাগানের উপকার কমই হয়েচে,—শুধু গুরুমশাই গেলে আর কি হবে? রামের হাত এড়ালেও, রাবণে মারে!

একে পশু, তা'য় পর; তা'দেরই বা এত দুষি' কেন? পোড়া ঘরেই যে আমার ষোল-আনা গলদ! আবার ঘরের গলদ বা'র কোর্‌তে ভয় করে। একজন বুদ্ধিমান জমিদার ঐ কোরে' মারা পোড়েচেন! তিনি একজন প্রজাকে খুন করেন; তাহা কেহ জানিত না। পাছে, কালে এ কথা প্রকাশ পায়,—তাই তিনি আপনার জমিদারী মধ্যে ঢেঁড়রা ফিরিয়ে দিলেন